রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

দিলীপ কুমার সরকার

প্রতিবেদন প্রণয়নে

নেসার আমিন

সহযোগিতায়

শামীমা আক্তার মুক্তা

সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; **ফ্যাক্স:** +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫; **ই-মেইল:** shujan.info@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org; **ফেসবুক:** facebook.com/shujan.bd

সূচিপত্র

- **প্রারম্ভিক কথা**

- **রাজশাহী সিটি করপোরেশন পরিচিতি**
  - ইতিহাস ও পরিচিতি
  - রাজশাহী সিটি করপোরেশন: পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহের তথ্য

- **রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: নির্বাচন পূর্ব চিত্র**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
  - ২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী
  - মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা
  - একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮

- **নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

- **নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য**
  - নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

- **নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ**
  - মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)

- **নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
  - নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - পর্যবেক্ষক সংস্থার মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - ‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর মূল্যায়ন

- **নির্বাচন উপলক্ষে ‘সুজন’ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**

- **শেষকথা**

প্রারম্ভিক কথা

সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের মহানগরগুলোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক একক। বাংলাদেশে নবঘোষিত ময়মনসিংহ-সহ সর্বমোট ১২টি সিটি করপোরেশন রয়েছে, এরমধ্যে রাজশাহী সিটি করপোরেশন অন্যতম। গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই সিটি করপোরেশনের পঞ্চম নির্বাচন। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে রাজশাহী সিটি করপোরেশন গঠিত এবং এর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় সব নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও 'সুজন' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিচালিত 'স্ট্রেংদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ' প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হয়।

বর্তমান প্রতিবেদনে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী, নির্বাচনের সার্বিক একটি মূল্যায়ন এবং নির্বাচনকে ঘিরে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করে ভবিষ্যতে উপকৃত হতে পারেন।

রাজশাহী সিটি করপোরেশন: ইতিহাস ও পরিচিতি

ইতিহাস ও পরিচিতি

রাজশাহী সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের রাজশাহী মহানগরীর স্থানীয় সরকার সংস্থা। সার্বিকভাবে রাজশাহী শহর পরিচালনের দায়িত্বে রয়েছে এই রাজশাহী সিটি করপোরেশন।

ইতিহাস: ১৮৭৬ সালের ১ এপ্রিল ভুবন মোহন পার্কের অভ্যন্তরে টিন সেডের দুটি কক্ষে রাজশাহী পৌরসভা (রামপুর-বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটি) কার্যক্রম শুরু করে। পরে ভুবন মোহন পার্ক থেকে রাজশাহী কলেজের একটি বৃহৎ কক্ষে পৌরসভা দপ্তর স্থানান্তর করা হয়। রাজশাহী পৌরসভার কাযর্ক্রম পরিচালনার জন্য রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হর গোবিন্দ সেনকে প্রথম চেয়ারম্যান করে মোট সাত সদস্যবিশিষ্ট প্রথম টাউন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সকল সদস্যই ছিলেন সরকার মনোনীত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা প্রশাসক ও মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন পদাধিকার বলে সদস্য। পরবর্তীতে পৌর নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান কমিশনারগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। বেশির ভাগ কমিশনারই করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ১৮৮৪ সালে মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্টের ৩নং ধারা মতে ২১ জন কমিশনারের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৪ জন ছিলেন নির্বাচিত এবং ৭ জন মনোনীত। ১৯২১ সালে সোনাদীঘির পাড়ে বতমান পৌর ভবনটি নির্মিত হলে রাজশাহী কলেজ থেকে পৌরসভা দপ্তর সিটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

পৌর সেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে আটটি পৌর কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটিগুলো পৃথকভাবে অর্থ, গণপূর্ত, আলো, পানি, পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আপিল এবং রাজা টি. এন. রায় প্রতিষ্ঠিত সদর হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনা করতো। নির্বাচিত পরিষদের সভায় কমিটিগুলোর সুপারিশ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এক বছর মেয়াদে কমিটি গঠিত হতো এবং পৌর এলাকা ছিল সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ১৮৭৬ সালে যখন পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার জন। ১৮৭৬ সালে পৌরসভার একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডও গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের বিধান অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডই মিউনিসিপ্যাল কমিটি হিসেবে কাজ করে আসছিল। মিউনিসিপ্যাল কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আয়তন ছিল ৬.৬৪ বর্গমাইল পশ্চিমে হড়গ্রাম বাজার থেকে পূর্বে রুয়েট পর্যন্ত ছিল এর এলাকা। লোকসংখ্যা ছিল ৫৬,৮৮৩ জন।

১৯৫৮ সালের ৫ অক্টোবর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে. এম. এস রহমান সরকারি নির্দেশে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ ফেরুয়ারি পর্যন্ত মরহুম অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পট পরিবর্তন হয়ে ১৯৮৭ সালের সালের ১৩ আগস্ট রাজশাহী পৌরসভা পৌর করপোরেশনে উন্নীত হয় এবং অ্যাডভোকেট আব্দুল হাদী সরকার কর্তৃত্ব প্রশাসক মনোনীত হন। ১৯৮৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পৌর করপোরেশন সিটি করপোরেশনে পরিণত হলে জনাব আব্দুল হাদী প্রথম মেয়র মনোনীত হন।

রাজশাহী পৌরসভা সিটি করপোরেশনে উন্নীত হওয়ার পর এর আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্যানুসারে, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের বতর্মান আয়তন ৯৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার। তবে অর্ধেক এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায় স্থল এলাকা দাঁড়িয়েছে ৪৮.০৬ বর্গ কিলোমিটার (তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া)।

পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহের তথ্য

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ১৯৯৪

১৯৮৮ সালে সিটি করপোরেশন ঘোষিত হলেও ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মেয়র পদে মোট সাত জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সে সময় ভোটার সংখ্যা ছিল এক লাখ ৫১ হাজার ৬৬২ জন।

নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু ৫৮ হাজার ৫৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অন্য ছয় জন প্রার্থী মিলে ভোট পান ৬১ হাজার ৪৩০টি। আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আবদুল মতিন খান ২৩ হাজার ১ ভোট এবং জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থী সিদ্দিক হুসাইন পান ১৭ হাজার ৬৯ ভোট।

একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ১৯৯৪		
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১.	মিজানুর রহমান মিনু	৫৮,৫৩২
২.	আবদুল মতিন খান	২৩,০০১
৩.	নুরুল হুদা	৭,৫৮১
৪.	সিদ্দিক হুসাইন	১৭,৬৯২
৫.	সিদ্দিকুর রহমান	১২,২৯৬

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০২

২০০২ সালের ২৫ এপ্রিল রাজশাহী সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১০ হাজার ৪৮০। ভোটকেন্দ্র ছিল ১৩০টি।

নির্বাচনে মোট ভোট পড়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৪৭টি, এর মধ্যে বাতিল ভোটের সংখ্যা ১ হাজার ৯০০টি, আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৪৭টি।

নির্বাচনে বিএনপি তথা চার দল সমর্থিত প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু ৮৭ হাজার ৭০০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাগরিক কমিটি মনোনীত প্রার্থী ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা পান ৭৩ হাজার ৩০২ ভোট। প্রসঙ্গত, মিজানুর রহমান মিনু ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৭ সালের ১১ জুন পর্যন্ত মেয়র পদে দায়িত্ব পালন করেন।

একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০২		
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১.	মিজানুর রহমান মিনু	৮৭,৭০০
২.	ফজলে হোসেন বাদশা	৭৩,৩০২
৩.	এস এম বাশারুজ্জামান হিরা	৪০৭
৪.	কামরুল মনির	২০০৩
৫.	সোলাইমান হোসাঈন	২৩৫

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৮

২০০৮ সালের ০৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তৃতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে মেয়র পদে ১৫ জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২০৩ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৬৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ১ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৭ জন এবং নারী ভোটার ছিল ১ লাখ ২৯ হাজার ২১২ জন। ওই নির্বাচনে নারী ভোটারের চেয়ে পুরুষ ভোটার বেশি ছিল ৩৩৫ জন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত খায়রুজ্জামান লিটন ৯৮ হাজার ৩৬০ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল পান ৭৪ হাজার ৫৫০ ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রেজাউন্নবী দুদু ১২ হাজার ৭২১ ভোট পান।

এক নজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৮		
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১.	খায়রুজ্জামান লিটন	৯৮,৩৬০
২.	মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল	৭৪,৫৫০
৩.	রেজাউন্নবী দুদু	১২,৭২১
৪.	মাসুদুল হক ডুলু	৫,৪০৪
৫.	নাসির আহমেদ বিদ্যুৎ	১,০০৮
৬.	দুরুল হুদা	১,৭৮৯
৭.	আবদুল মতিন খান	১,১৬১
৮.	সিদ্দিকুর রহমান	৯,৪০৬

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩

২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচন। নির্বাচনে মেয়র পদে তিনজন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১৫৪ জন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ৬৬ জন প্রার্থী (সবমিলিয়ে ২২৩ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৮৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা এক লাখ ৪৩ হাজার ৩৮৬ জন, আর নারী ভোটার সংখ্যা এক লাখ ৪৩ হাজার ৫০২ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৩৭টি।

মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ২ লাখ ১৮ হাজার ৩১০টি, এর মধ্যে বাতিল ভোটের সংখ্যা ২ হাজার ৭৩৫টি, আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৫ হাজার ৫৭৫টি।

নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ১ লাখ ৩১ হাজার ৫৮ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সমর্থিত খায়রুজ্জামান লিটন পান ৮৩ হাজার ৭২৬ ভোট।

একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩		
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১.	মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল	১,৩১,০৫৮
২.	খায়রুজ্জামান লিটন	৮৩,৭২৬
৩.	মো. হাবিবুর রহমান	৭৯১

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচন পূর্ব চিত্র

নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৩০ জুলাই ২০১৮, অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮। তফসিল অনুযায়ী গত ২৮ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল; ১ ও ২ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই; ৯ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দ ১০ জুলাই ২০১৮ সম্পন্ন হয়।

প্রার্থী সংখ্যা: রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৭০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২২৮ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্তভাবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৬০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন; সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন ছাড়াও মোসা. নূরুন্নাহার বেগম ২৫নং ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সর্বমোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩ জনে।

মেয়র প্রার্থী: নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সর্বশেষ নির্বাচিত মেয়র ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মুরাদ মোর্শেদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী মো. হাবিবুর রহমান এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম।

ভোটার ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য: রাজশাহী সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা: ৩ লাখ ১৮ হাজার ১৩৮ জন; পুরুষ ভোটার: ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫ জন এবং নারী ভোটার: ১ লাখ ৬২ হাজার ৫৩ জন। মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৩০টি। মোট ভোটকেন্দ্র ১৩৮টি। ভোটকক্ষ ১ হাজার ২৬টি।

১৩৮টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুটি কেন্দ্রে (বিবি হিন্দু একাডেমি স্কুলের নারী ও পুরুষ দুই কেন্দ্র) ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেওয়া হয়।

দায়িত্বরত ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা: সৈয়দ আমিরুল ইসলাম রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১০ জন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, ২ জন সহায়ক কর্মকর্তা, ২ জন পর্যবেক্ষক সমন্বয়কারী, ১২ জন নিজস্ব পর্যবেক্ষক ও ১ হাজার ২৬ জন সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন।

নিরাপত্তা: রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করে ১৯ প্লাটুন বিজিবি। এরমধ্যে ১৫ প্লাটুন নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে, আর বাকি চার প্লাটুন রিজার্ভ রাখা হয়। এছাড়া ৪৫০ জন র‌্যাব সদস্য, তিন হাজারেরও বেশি পুলিশ সদস্য এবং ১ হাজার ৯৫০ জন আনসার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

একনজরে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮	
নির্বাচনের তারিখ	৩০ জুলাই ২০১৮
মোট প্রার্থীর সংখ্যা	২১৭ জন
মেয়র পদে প্রার্থীর সংখ্যা	৫ জন
কাউন্সিলর পদে প্রার্থীর সংখ্যা	১৬০ জন
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	৫২ জন
ওয়ার্ড সংখ্যা	৩০টি
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	১৩৮টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ১,৫৬,০৮৫ জন নারী: ১,৬২,053 জন মোট: ৩,১৮,১৩৮ জন
ভোটকক্ষ	১,০২৬টি
মোট প্রদত্ত ভোট (মেয়র পদে)	২৫০৮৮১
বৈধ ভোট (মেয়র পদে)	২,৪৭,১৯০
বাতিল ভোট (মেয়র পদে)	৩,৬৯১
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার (মেয়র পদে)	৭৮.৮৬
মেয়র পদে বিজয়ী প্রার্থীর নাম	এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৬০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন; সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে আট ধরনের তথ্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দাখিল করেন। নির্বাচনের পূর্বে 'সুজন'-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যের বিশ্লেষণগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পেয়েছেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

নিম্নে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৬৫ ৪০.৬২%	১৯ ১১.৮৭%	৩৪ ২১.২৫%	২৭ ১৬.৮৭%	১৩ ৮.১২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%
মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৪৮.০৭%	৬ ১১.৫৩%	১০ ১৯.২৩%	৩ ৫.৭৬%	৭ ১৩.৪৬%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%
মোট	৯০ ৪১.৪৭%	২৫ ১১.৫২%	৪৪ ২০.২৭%	৩৩ ১৫.২০%	২২ ১০.১৩%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর এবং ৩ জনের (৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল (এমএসএস; এলএলবি) ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম (এমএসএস)। স্নাতক ডিগ্রিধারীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (বিএ অনার্স; এলএলবি), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. হাবিবুর রহমান (স্নাতক বিকম) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মুরাদ মোর্শেদ (ব্যাচেলর অব ল)।

- মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জনের (৪০.৬২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ১৯ জনের (১১.৮৭%) এসএসসি এবং ৩৪ (২১.২৫%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ (১৬.৮৭%) ও ১৩ জন (৮.১২%)। ২ জন (১.২৫%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জন (৪৮.০৭%), ৯ জনের (১০.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ১০ জনের (১৯.২৩%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩ জন (৫.৭৬%) ও ৭ জন (১৩.৪৬%)। ১ জন (১.৯২%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। প্রসঙ্গত, এ ধরনের তথ্য গোপন (শিক্ষাগত যোগ্যতা) নির্বাচনী আইন অমান্য করার শামিল, যার জন্য প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলও হতে পারে।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৫ জন বা ৫২.৯৯%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৫৫ জন (২৫.৩৪%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪১.৪৭% (৯০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৩ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৪২.৮৫% (৯৩ জন)।

মেয়র প্রার্থীদের সকলেই উচ্চশিক্ষিত হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	২১ ১৩.১২%	৯৩ ৫৮.১২%	১৯ ১১.৮৭%	১ ০.৬২%	১ ০.৬২%	১০ ৬.২৫%	১৫ ৯.৩৭%	১৬০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৯ ১৭.৩০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৩২ ৬১.৫৩%	৩ ৫.৭৬%	৬ ১১.৫৩%	৫২ ১০০%	
মোট	২১ ৯.৬৭%	১০৫ ৪৮.৩৮%	২১ ৯.৬৭%	৩ ১.৩৮%	৩৩ ১৫.২০%	১৩ ৫.৯৯%	২১ ৯.৬৭%	২১৭ ১০০%	

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৬০%) ব্যবসায়ী এবং ২ জন (৪০%) আইনজীবী। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. হাবিবুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম। আইনজীবীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মুরাদ মোর্শেদ।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৮.১২% (৯৩ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২১ জন (১৩.১২%) করে। আইনজীবী রয়েছেন ১ জন (০.৬২%)।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগই (৩২ জন বা ৪৬.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৬ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮ (৭৩.০৭%)। ৯ জন (১৭.৩০%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৪৮.৩৮% ভাগই (১০৫ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২১ জন (৯.৬৭%) প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রাজশাহীতে সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো দোষের কিছু নয়, যদিও নির্বাচিত পদে ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ীদের আধিক্য অন্য পেশার প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক নয়।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৬২ ৩৮.৭৫%	৪০ ২৫%	২৪ ১৫%	৮ ৫%	২০ ১২.৫%	৩ ১.৮৭%	১৬০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৪ ৭.৬৯%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৫২ ১০০%	
মোট	৬৮ ৩১.৩৩%	৪৬ ২১.১৯%	২৫ ১১.৫২%	৮ ৩.৬৮%	২৪ ১১.০৫%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%	

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৬০%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ১টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তার বিরুদ্ধে ১টি মামলা থাকলেও তা থেকে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে দুটি মামলা থাকলেও রাষ্ট্র কর্তৃক তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১টি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ১টি।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬২ জনের (৩৮.৭৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪০ জনের (২৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২০ জনের (১২.৫%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ২৪ জনের (১৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে, ৮ জনের (৫%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল এবং ৩ জনের (১.৮৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে আছে বা ছিল; তারা হলেন ২৮ নং ওয়ার্ডের আনছার আলী, ২৯ নং ওয়ার্ডের শাহজাহান আলী এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের আব্দুস সামাদ।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৭.৬৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৩ জনের (৫.৭৬%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনের (৩১.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৬ জনের (২১.১৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৪ জনের (১১.০৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২৫ জনের (১১.৫২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৮ জনের বিরুদ্ধে (৩.৬৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ৩ জনের (১.৩৮%) বিরুদ্ধে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৫২ ৩২.৫০%	৬৯ ৪৩.১২%	২৯ ১৮.১২%	৩ ১.৮৭%	১ ০.৬২%	০ ০%	৬ ৩.৭৫%	১৬০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২১ ৪০.৩৮%	১৮ ৩৪.৬১%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১৯.২৩%	৫২ ১০০%	
মোট	৭৩ ৩৩.৬৪%	৮৯ ৪১.০১%	৩৩ ১৫.২০%	৪ ১.৮৪%	২ ০.৯২%	০ ০%	১৬ ৭.৩৭%	২১৭ ১০০%	

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৪০%) বার্ষিক আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ১ জনের (২০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ৫০ লক্ষ থেকে কোটি টাকার মধ্যে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৭৮,৩২,২০৮.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১,০৭,২৬০.০০ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২১ জনই (৭৫.৬২%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৯ জন (১৮.১২%), ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৩ জন (১.৮৭%) এবং ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ১ জন (০.৬২%)। বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী হচ্ছেন ৮নং ওয়ার্ডের মো. জানে আলম খান। তিনি বছরে ৫১,৩৫,৮৩০ টাকা আয় করেন। ৬ জন (৩.৭৫%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৯ জনের (৫২%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (৫.৭৬%)। ১০ জন (১৯.২৩%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬২ জনের (৭৪.৬৫%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ১৬ জনকে (৭.৩৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮২.০২% (১৭৮ জন)। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চার পঞ্চমাংশেরও অধিক প্রার্থী স্বল্প আয়ের।

৫. **প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:**

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	
কাউন্সিলর	৯৪ ৫৮.৭৫%	৪০ ২৫%	৯ ৫.৬২%	৪ ২.৫০%	৩ ১.৮৭%	০ ০%	১০ ৬.২৫%	১৬০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৬৯.২৩%	১১ ২১.১৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	৫২ ১০০%	
মোট	১৩১ ৬০.৩৬%	৫৩ ২৪.৪২%	৯ ৪.১৪%	৫ ২.৩০%	৪ ১.৮৪%	০ ০%	১৫ ৬.৯১%	২১৭ ১০০%	

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ২ জনের (৪০%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (২০%) ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে এবং ১ জনের (২০%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭০ টাকা।
- মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৯৪ জন অথবা ৫৮.৭৫%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৪০ জনের (২৫%); ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৯ জনের (৫.৬২%); ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৪ জনের (২.৫০%) এবং কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৩ জনের (১.৮৭%)। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ১১নং ওয়ার্ডের মো. আবু বাক্কার কিনু। তার সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ১০ জন (৬.২৫%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৬ জনের (৬৯.২৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ১১ জনের (২১.১৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৫ জন (৯.৬১%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩১ জনই (৬০.৩৬%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১৫ জন (৬.৯১%) প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৬ জন (৬৭.২৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৪ জন (১.৮৪%)।

উল্লেখ্য, প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য নয়; বরং অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য ‘সুজন’-এর পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সাড়া মেলেনি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	০ ০%
কাউন্সিলর	৪ ২.৫০%	৭ ৪.৩৭%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১ ০.৬২%	০ ০%	১৬০ ১০০%	১৫ ৯.৩৭%
মহিলা কাউন্সিলর	২ ৩.৮৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	২ ৩.৮৪%
মোট	৬ ২.৭৬%	৭ ৩.২২%	১ ০.৪৬%	২ ০.৯২%	১ ০.৪৬%	০ ০%	২১৭ ১০০%	১৭ ৭.৮৩%

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কেউই ঋণগ্রহীতা নন।
- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫ জন (৯.৩৭%) ঋণগ্রহীতা।
- সংরক্ষিত আসনের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ২ জন (৩.৮৪%) ঋণগ্রহীতা।
- সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৭ জন (৭.৮৩%)।
- মোট ১৭ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন মাত্র ১ জন (৫.৮৮%) কাউন্সিলর প্রার্থী। তিনি হলেন ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মো. আলমগীর হোসেন (১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
কাউন্সিলর	২৭ ১৬.৮৭%	৪ ২.৫০%	৯ ৫.৬২%	৬ ৩.৭৫%	৪ ২.৫০%	১ ০.৬২%	২ ১,২৫%	১৬০ ১০০%	৫৩ ৩৩.১২%
মহিলা কাউন্সিলর	৩ ৫.৭৬%	১ ১.৯২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	৪ ৭.৬৯%
মোট	৩০ ১৩.৮২%	৫ ২.৩০%	৯ ৪.১৪%	৬ ২.৭৬%	৫ ২.৩০%	২ ০.৯২%	২ ০.৯২%	২১৭ ১০০%	৫৯ ২৭.১৮%

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ৫ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে করের আওতায় পড়েছেন মাত্র ২ জন (৪০%)। তারা হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল। সর্বশেষ অর্থবছরে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন কর প্রদান করেছেন ৮,৫৮,৪৬২ টাকা এবং মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল কর প্রদান করেছেন ৩,৩৬,৮১৫ টাকা।
- মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৬০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৩ জন (৩৩.১২%) আয়কর প্রদানকারী। এই ৫৩ জনের মধ্যে ২৭ জন (১৬.৮৭%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৭ জন (১৩.২০%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ৩ জন (৫.৬৬%)। ৫ লক্ষ টাকার

অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হলেন ১০নং ওয়ার্ডের মো. আব্বাস আলী সরদার (প্রদত্ত কর: ৫,৮৪,৯৭৯ টাকা), ১৯নং ওয়ার্ডের মো. তৌহিদুল হক (প্রদত্ত কর: ১১,২১,৮৮৬ টাকা) এবং ৮নং ওয়ার্ডের মো. জানে আলম খান (প্রদত্ত কর: ১১,০০,৭৪৯ টাকা)।

- সংরক্ষিত আসনের ৫২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪ জন (৭.৬৯%) আয়কর প্রদানকারী। এদের মধ্যে ৩ জনই (৭৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।
- বিশ্লেষণে অনুযায়ী, সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৬ জন (৩৩.৮২%) কর প্রদানকারী। এই ৪৬ জনের মধ্যে ২৬ জনই (৫৬.৫২%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধ্যে ৩ জনই (৫০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম। প্রসঙ্গত, যাঁরা শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাঁদের মনোনয়নপত্র ছিল অসম্পূর্ণ এবং বাতিলযোগ্য।

২০০৮, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ২০০৮ ও ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. হাবিবুর রহমান ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

একাধিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের উপরোল্লেখিত তথ্যসমূহের তুলনামূলক বিশে- ষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয়

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮			**নির্বাচন-২০১৩**			**হ্রাস-বৃদ্ধি**	**হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার**
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৪৪,০০০	-	২,৪৪,০০০	৫৮,৭৫,৭৭২	-	৫৮,৭৫,৭৭২	৫৬,৩১,৭৭২	২৩০৮.১০%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৫৮,৭৫,৭৭২	-	৫৮,৭৫,৭৭২	৭৮,৩২,২০৮		৭৮,৩২,২০৮	১৯,৫৬,৪৩৬	৩৩.২৯%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৪৪,০০০	-	২,৪৪,০০০	৭৮,৩২,২০৮		৭৮,৩২,২০৮	৭৫,৮৮,২০৮	৩১১০.৯২%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮			**নির্বাচন-২০১৩**			**হ্রাস-বৃদ্ধি**	**হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার**
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
০	০	০	১,৯২,০০০	-	১,৯২,০০০	১,৯২,০০০	
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,৯২,০০০	-	১,৯২,০০০	৩১,০৭,২৬০	০	৩১,০৭,২৬০	২৯,১৫,২৬০	১৫১৮.৩৬%

মো. হাবিবুর রহমান:

নির্বাচন-২০১৩			**নির্বাচন-২০১৮**			**হ্রাস-বৃদ্ধি**	**হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার**
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,০৫,০০০	১,৮০,০০০	৩,৮৫,০০০	৪,২৫,০০০	৩,৩০,০০০	৭,৫৫,০০০	৩,৭০,০০০	৯৬.১০%

২. বার্ষিক আয় হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য:

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বার্ষিক আয় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ২৩০৮.১০%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩৩.২৯% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩১১০.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০০৮ সালে মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের বার্ষিক আয় দেখাননি। ২০১৩ সালে তার বার্ষিক আয় ছিল ১,৯২,০০০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫১৮.৩৬%।
- মো. হাবিবুর রহমানের বার্ষিক আয় ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৯৬.১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বার্ষিক সম্পদ

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৯১,০৮,৫০০	৩,০৫,০০০	৯৪,১৩,৫০০	১,৬৩,৩৯,৬১৮	২২,৯৯,৫৮০	১,৮৬,৩৯,১৯৮	৯২,২৫,৬৯৮	৯৮%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১,৬৩,৩৯,৬১৮	২২,৯৯,৫৮০	১,৮৬,৩৯,১৯৮	১,৭৬,১৭,২৭০	১,৩৫,৩৭,০০০	৩,১১,৫৪,২৭০	১,২৫,১৫,০৭২	৬৭.১৪%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৯১,০৮,৫০০	৩,০৫,০০০	৯৪,১৩,৫০০	১,৭৬,১৭,২৭০	১,৩৫,৩৭,০০০	৩,১১,৫৪,২৭০	২,১৭,৪০,৭৭০	২৩০.৯৫%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৭৫,০০০	২,৯৭,০০০	৫,৭২,০০০	৬,৬৫,১৫৫	৯,৪৭,০০০	১৬,১২,১৫৫	১০,৪০,১৫৫	১৮১.৮৫%
নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৬,৬৫,১৫৫	৯,৪৭,০০০	১৬,১২,১৫৫	৪৯,১৪,৩৭০	৬,৭৯,৮০০	৫৫,৯৪,১৭০	৩৯,৮২,০১৫	২৪৬.৯৯%
নির্বাচন-২০০৮			নির্বাচন-২০১৩			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
২,৭৫,০০০	২,৯৭,০০০	৫,৭২,০০০	৪৯,১৪,৩৭০	৬,৭৯,৮০০	৫৫,৯৪,১৭০	৫০,২২,১৭০	৮৭৮%

মো. হাবিবুর রহমান:

নির্বাচন-২০১৩			নির্বাচন-২০১৮			হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
৩৮,৮০,০০০	৫,০৫,০০০	৪৩,৮৫,০০০	৭০,০০০	১১,৮৮,০০০	১২,৫৮,০০০	-৩১,২৭,০০০	-৭১.৩১%

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ৯৮%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৬৭.১৪% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

- মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের সম্পদ ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১৮১.৮৫%; ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৪৬.৯৯% এবং ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৮৭৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মো. হাবিবুর রহমানের সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে -৭১.৩১% হ্রাস পেয়েছে।

মেয়র প্রার্থীদের নিট সম্পদের চিত্র

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

নির্বাচন-২০০৮	**নির্বাচন-২০১৩**	**হ্রাস-বৃদ্ধি**	**হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার**
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
-৩৮,৮৬,৫০০	১,৫৩,৯৪,৯২৪	১,৯২,৮১,৪২৪	
নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
১,৫৩,৯৪,৯২৪	৩,১১,৫৪,২৭০	১,৫৭,৫৯,৩৪৬	১০২.৩৭%

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

নির্বাচন-২০০৮	নির্বাচন-২০১৩	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
-১,২৮,০০০	৫,২৮,৩৮২	৬,৫৬,৩৮২	
নির্বাচন-২০১৩	নির্বাচন-২০১৮	হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
নিজের ও নির্ভরশীল	নিজের ও নির্ভরশীল		
৫,২৮,৩৮২	৫৫,৯৪,১৭০	৫০,৬৫,৭৮৮	৯৫৮.৭৪%

মো. **হাবিবুর রহমান:**

নির্বাচন-২০১৩	**নির্বাচন-২০১৮**	**হ্রাস-বৃদ্ধি**	**হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার**
নিজের ও নির্ভরশীল	**নিজের ও নির্ভরশীল**		
৪৩,৮৫,০০০	১২,৫৮,০০০	-৩১,২৭,০০০	-৭১.৩১%

- এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের নিট সম্পদ ২০০৮ সালে ছিল -৩৮,৮৬,৫০০ টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ১,৫৩,৯৪,৯২৪ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৩,১১,৫৪,২৭০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে নিট সম্পদ ১০২.৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের ২০০৮ সালে ছিল -১,২৮,০০০ টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ১,৫৩,৯৪,৯২৪ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৫৫,৯৪,১৭০ টাকা। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে নিট সম্পদ ৯৫৮.৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মো. হাবিবুর রহমানের নিট সম্পদ ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে -৭১.৩১% হ্রাস পেয়েছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে একজন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি হলেন ২৫নং ওয়ার্ডের মোসা. নূরুন্নাহার বেগম। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৫২ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে উক্ত ৫২ জন নারীই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সবমিলিয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৫৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোসা. নূরুন্নাহার বেগম নির্বাচিত হতে পারেননি।

মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত প্রায় সব সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পূর্বেই মেয়র প্রার্থীরা নগরকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশা এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার জন্য নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। নিম্নে রাজশাহী সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন:

লক্ষাধিক মানুষের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ৮২টি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৫ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র পদপ্রার্থী জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। ১০ জুলাই ২০১৮, রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। জনাব লিটনের পক্ষে তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার পাঠ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল খালেক।

নির্বাচনী ইশতেহারের প্রথমেই জনাব খায়রুজ্জামান লিটন রেখেছেন কর্মসংস্থান। এ দফায় তিনি গ্যাস সংযোগের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্প, চামড়া শিল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক দ্রুত বাস্তবায়ন করে লক্ষাধিক মানুষের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। দ্বিতীয় দফায় রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত বাস্তবায়ন করা, রাজশাহীতে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, একাধিক নতুন বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপন করা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। তৃতীয় দফায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন হিসেবে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার বেডের হাসপাতাল দ্রুত চালু, নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদন স্থাপন করা, বস্তিবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি, ড্রেন, রাস্তা বিদ্যুৎসহ নাগরিক সুবিধার মান বাড়ানো-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। চতুর্থ দফায় আবাসন উন্নয়নে বলা হয়, নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করে সহজ কিস্তিতে মালিকানা প্রদান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, আলেম ও সাংবাদিকদের জন্য পৃথক আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হবে। পঞ্চম দফায় অবকাঠামোর বিষয়ে বলা হয়েছে, নগরীর চতুর্দিকে রিং রোড ও লেক নির্মাণ করা, নগরীতে প্রয়োজনীয় গণশৌচাগার, নগরীর বাসাবাড়িসহ শতভাগ গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করা, অসমাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন, যানজট নিরসনে ব্যস্ততম মোড় এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং রেলক্রসিংগুলোতে ওভারপাস নির্মাণ করা, রাজশাহীতে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র চালু, দুটি মডেল মসজিদ দ্রুত নির্মাণ। ষষ্ঠ দফায় পরিবেশ উন্নয়নে শান্তির নগরী হিসেবে খ্যাত রাজশাহীর গৌরব ফিরিয়ে আনা, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পুকুর সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইকেল প্লান্ট স্থাপন করা। সপ্তম দফায় রাজশাহী-ঢাকা রুটে বিরতিহীন ট্রেন চালু, রাজশাহী-কলকাতা ট্রেন চালু, রাজশাহী বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, পদ্মা নদীকে ড্রেজিংয়ের আওতায় আনা, ট্রেনে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য লাগেজ ভ্যান যুক্ত করা এবং মহাসড়কগুলোকে চার লেনে উন্নীত করা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। অষ্টম দফায় টেস্ট ক্রিকেট ভেন্যু বাস্তবায়ন, বিকেএসপি বাস্তবায়ন, স্টেডিয়ামগুলোকে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার পরিবেশ ফেরানো, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সকে পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্সে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। নবম দফায় বলা হয়, নারী উন্নয়নে উদ্যোক্তদের আইটিভিত্তিক উদ্যোগ, কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প স্থাপন ও প্রশিক্ষণে সহায়তা করা হবে। দশম দফায় প্রবীণ নিবাস ও নগরীর হাসপাতালসহ বেসরকারি দপ্তরে প্রবীণদের জন্য বিশেষ হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হবে। এগারো দফায় বলা হয়, প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামো নিশ্চিত করা, জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন, পৃথক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা। বারো দফায় মুক্তিযুদ্ধ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গণকবর চিহ্নিত করে সংরক্ষণ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে সড়ক ও মোড়ের নামকরণ, নগরীর প্রবেশমুখে এ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক স্মারক স্থাপন, মিউজিয়াম স্থাপন, বড়কুঠিকে সংরক্ষণ ও সংস্কার করা। তেরো নম্বর দফায় স্বনির্ভর সিটি করপোরেশন করার আশ্বাস দিয়ে বলা হয়, শতকোটি টাকা ঋণগ্রস্ত সিটি করপোরেশনকে স্ব-নির্ভর প্রতিষ্ঠান করা হবে। চৌদ্দ দফায় ইমাম, পুরোহিত ও যাজকদের উৎসবভাতা পুনরায় চালু, শহর রক্ষা বাঁধ সংস্কার, মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি ওয়ার্ডভিত্তিক গণসচেতনতা সৃষ্টি, কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম গ্রহণ করা। সিটি করপোরেশন কর্তৃক সংবর্ধনা ও পদক চালু করা এবং নগর ভবনকে নগরীর প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করা। পনেরো দফায় বলা হয়েছে, নগরবাসীর বাসাবাড়িতে নির্ধারণ করা বর্ধিত হোল্ডিং ট্যাক্স বাতিল করে আগের সহনীয় অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। এজন্য যা যা করা প্রয়োজন নির্বাচিত হলে তা করার অঙ্গীকার করেন জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন।

মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল:

ভোটগ্রহণের মাত্র ছয়দিন আগে ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল। রাজশাহী মহানগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৮ দফা প্রতিশ্রুতি দেন ইশতেহারে। ১৮নং দফায় জনগণের ভোটের অধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথা বলেন জনাব মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল।

করের বোঝা লাঘব ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ন্যূনতম কর নির্ধারণ করার প্রতিশ্রুতি দেন জনাব বুলবুল। গ্যাস সংযোগ চালু করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি।

ইশতেহারের তৃতীয় দফায় বলেন, মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উন্নয়ন করবেন। এছাড়া মেডিকেল কলেজের অব্যবস্থাপনা দূর করা, আরবান ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, স্বল্প আয়ের গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ, সরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, চাকরিক্ষেত্রে চলমান কোটা আন্দোলনকে সহযোগিতা করা এবং কোটা প্রথা সংস্কার করে মেধাবীদের চাকরিতে নিয়োগ দিতে সহায়তা করার ঘোষণা দেন তিনি। নগরীর রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার ঘোষণা দেন ইশতেহারে।

ইশতেহারে আরও যেসব অঙ্গীকার করেন জনাব বুলবুল: যানজট নিরসনে নিজস্ব ট্রাফিক-কর্মী গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক ফুটবল, ক্রিকেট, হকির ভেন্যু স্থাপনের জন্য ইনডোর স্টেডিয়াম স্থাপন, মসজিদ-মন্দিরের সংস্কার, বৃক্ষরোপণ, মুক্তিযোদ্ধা ও বিধবা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মাদক নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তোলা, শিল্প-কারখানা গড়া, নদীর বাঁধ সংস্কার, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, জলাশয় সংস্কার, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, সিটি করপোরেশনের এলাকা বৃদ্ধি এবং করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঈদ ও বৈশাখী ভাতা প্রদান।

প্রসঙ্গত, জনাব মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের ঘোষিত ইশতেহারের অধিকাংশই ২০১৩ সালের ইশতেহারের পুনরাবৃত্তি। এ বিষয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বুলবুল বলেন, গতবার নির্বাচিত হয়ে তিনি ২৬ মাস দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এ কারণে ইশতেহারের অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারেননি। আগামীতে নির্বাচিত হলে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে চান তিনি।

মো. মুরাদ মোর্শেদ:
'পরিবর্তন সম্ভব, পরিবর্তন চাই' এই স্লোগান নিয়ে ১৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জনাব মো. মুরাদ মোর্শেদ। ২১ জুলাই ২০১৮, নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে মুরাদ মোর্শেদ তাঁর ইশতেহার ঘোষণা করেন।

রাজশাহী সিটি নির্বাচনের পাঁচ মেয়র প্রার্থীর মধ্যে জনাব মুরাদ মোর্শেদই একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী। তবে তাঁকে সমর্থন দেয় গণসংহতি আন্দোলন ও রাজশাহী গণমঞ্চ।

ইশতেহার ঘোষণার সময় জনাব মুরাদ মোর্শেদ বলেন, 'আমি নির্বাচিত হলে নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে নগর সংস্থার প্রধান কাজ। মানুষ বিনা হয়রানিতে তার সেবা বুঝে নেবেন। এই বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চাই। একটা মানবিক, পরিচ্ছন্ন, প্রকৃতিবান্ধব, নারী ও শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।'

জনাব মুরাদ মোর্শেদ তাঁর ইশতেহারে বলেন, 'দুর্নীতিমুক্ত ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নগর প্রশাসন পরিচালনা হবে সিটি করপোরেশনের মূলনীতি। প্রতিষ্ঠা করা হবে সব শ্রেণির নাগরিকের অধিকার। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।' গণপরিবহন থেকে চাঁদাবাজি বন্ধ করে যুক্তিসঙ্গত ভাড়াও নির্ধারণ করতে চান তিনি। খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া রোধে থাকবে জোরালো পদক্ষেপ।

এছাড়া নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও অন্যান্য পরিসেবার ওপর নজর রেখে মানুষকে সুন্দর নগরী উপহার দিতে চান জনাব মুরাদ মোর্শেদ। তিনি বলেন, 'নাগরিক সেবা নিশ্চিতে গঠন করা হবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। পদ্মাপাড়ের এই শহরকে সংস্কৃতি ও বিনোদনের অঞ্চলে পরিণত করতে তিনি গ্রহণ করবেন নানামুখী পদক্ষেপ। প্রতিটি কাজের জন্য থাকবে জবাবদিহিতা।' নগরবাসীর মতামত সংগ্রহ করে বিশেষজ্ঞ পর্ষদ গঠন করে কাজ করতে চান তিনি।

জনাব মুরাদ মোর্শেদ বলেন, ‘আমরা মানুষের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও চিন্তা করি। আমি মেয়র হলে নগর সংস্থার উদাসীনতায় কোনো নাগরিকের কিছু ক্ষতি হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে সিটি করপোরেশন বাধ্য থাকবে। সিটি করপোরেশনে দুর্নীতির মাধ্যমে যে পরিমাণ টাকা লোপাট হয়, সেটা রোধ করেই মানুষের এই সেবা নিশ্চিত করতে চাই। বাস্তবায়ন করতে চাই ইশতেহারের সব প্রতিশ্রুতি।’

মো. শফিকুল ইসলামঃ
হোল্ডিং ট্যাক্স ৫০ শতাংশ কমানো, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, ইনসাফপূর্ণ বাজার নিয়ন্ত্রণ-সহ ৩২ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব শফিকুল ইসলাম। ২৩ জুলাই ২০১৮, রাজশাহী প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ইশতেহার ঘোষণা করেন।

জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচিত হলে শতকরা ৫০ ভাগ হোল্ডিং ট্যাক্স কমানো হবে। সেই সঙ্গে বিনা খরচে রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ির নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করানো হবে। সিএনজি লাইসেন্স ফি ৫০ শতাংশ মওকুফ করা হবে।’

তাঁর ইশতেহারে আরও আছে, ভেজালমুক্ত খাদ্য ও ইনসাফপূর্ণ বাজার নিয়ন্ত্রণ, নগর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, শ্রমের মর্যাদা-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও স্বাবলম্বীকরণ, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড গতিশীল ও নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, হকারদের স্থায়ী বরাদ্দ এবং পরিচয়পত্র প্রদান, নতুন ৫০০ স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ, গরীব-দুঃখী অসহায় ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যাংক, ক্ষুদে টোকাইদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ, সিটি করপোরেশনে টেন্ডারবাজি বন্ধ, নারী জাতির মর্যাদা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান, ইউটিলিটি সার্ভিস তথ্য, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্তকরণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমাজসেবার পূর্ণ ব্যবস্থা, সুপরিকল্পিত নগরী গঠন, গুণীজন ও নাগরিক সম্মাননা প্রদান।

জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচিত হলে জীবন দিয়ে হলেও ইশতেহার বাস্তবায়ন করবো। দুর্নীতিমুক্ত নগর ভবন গড়ার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। কারণ সিটি করপোরেশনের কোটি কোটি টাকা লোপাট করা হয়। এই দুর্নীতি বন্ধ করে সে টাকায় নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে চাই। এতে করে আমূল পরিবর্তন হবে নগর ভবনে।’

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী জনাব মো. হাবিবুর রহমান-এর নির্বাচনী ইশতেহার সংগ্রহ করা যায়নি এবং গণমাধ্যমেও পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য:

নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

'প্রথম আলো' ও 'বিবিসি বাংলা' ও 'যুগান্তর'-এর (৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৮) প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নে নির্বাচনের দিনের চিত্র তুলে ধরা হলো (প্রতিবেদনগুলো ইষৎ সংক্ষেপিত):

'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:
৩১ জুলাই ২০১৮, প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম ছিল 'ব্যর্থতার বৃত্তেই নির্বাচন কমিশন'। এতে বলা হয়: 'তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী কাণ্ড করল। ...সিইসি হুদা কিংবা তাঁর কোনো সহযোগী কমিশনার নির্বাচনের দিন কোনো নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বা সাহস পাননি। নির্বাচনের আগে শুধু বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে তাঁরা তিন সিটিতে যেন আনন্দভ্রমণ করে এসেছেন। ... রাজশাহীতে বিএনপির প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ব্যাপক ভোট কারচুপি, জবরদস্তি ও নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে দেওয়ার প্রতিবাদে নিজে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং একটি কেন্দ্রের মাঠে সাড়ে চার ঘণ্টা অবস্থান নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সেখানে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী খায়রুজ্জামান লিটন শিবিরে ছিল বিজয়ের উল্লাস। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সবার আগে ঘোষণা করা রাজশাহীর ফলে দেখা যায়, বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ৯০ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। ২০১৩ সালে বুলবুল বিশাল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন।'

'আ.লীগের রাজত্ব ছিল সব কেন্দ্রেই' শিরোনামে প্রকাশিত প্রথম আলোর আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দেওয়া, মারধর, মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলা, দিনভর নৌকা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের ভোটকেন্দ্রের সামনে জটলা বেঁধে অবস্থান নেওয়া, দুপুরের আগেই ব্যালট ফুরিয়ে যাওয়া, সাংবাদিকদের কেন্দ্রে ঢুকতে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করাসহ নানা অভিযোগের মধ্য দিয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে বৃষ্টিভেজা দিনে নির্বাচনের পরিবেশ ছিল শান্ত। কোথাও বড় ধরনের সংঘাত বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। তবে ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল পুরোপুরি সরকারি দলের দখলে।

ভোট শেষ হওয়ার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেন। শহরের মালোপাড়ায় বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'সীমাহীন সন্ত্রাস ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নীলনকশার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও রাজশাহীর বাইরে থেকে আসা পুলিশ জড়িত। তিনি নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং কর্মকর্তার পদত্যাগও দাবি করেন।

এর আগে বেলা পৌনে তিনটার দিকে নির্বাচনে অনিয়ম, জাল ভোট প্রদান, ভোট গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপণের প্রতিবাদে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে রাজশাহীতে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় নির্বাচনে অনিয়মের প্রতিবাদে বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের টানা চার ঘণ্টা ইসলামিয়া কলেজ কেন্দ্রে অবস্থান নেওয়া। বিকেল চারটায় ভোট গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসে ছিলেন। বুলবুল তাঁর ভোট দেননি। ভোট না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে মোসাদ্দেক হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'এই বিপন্ন গণতন্ত্রে একটি ভোটের কী মূল্য আছে।' একই কেন্দ্রে ভোট খায়রুজ্জামান লিটনের। এখানে তিনি সকাল আটটায় ভোট দিয়েছেন।

গতকাল সকাল সাতটা থেকে *প্রথম আলোর* সাতজন প্রতিবেদক ও ফটোসাংবাদিক সিটি করপোরেশনের ২৬টি ভোটকেন্দ্র ঘোরেন। সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই প্রায় সব কেন্দ্রের সামনে নৌকা প্রতীকের পোলিং এজেন্ট এবং ওই কেন্দ্রে দলীয় নেতা-কর্মীদের ভিড় দেখতে পান। তাঁদের সবার গলায় ঝোলানো ছিল নৌকা প্রতীকের ব্যাজ।'

‘বিবিসি বাংলা’র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:

‘যেভাবে হলো বরিশাল, রাজশাহী আর সিলেটের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন’ শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে (৩০ জুলাই ২০১৮) বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট সিটি নির্বাচনকে মূল্যায়ন করে ‘বিবিসি বাংলা’। প্রতিবেদনে অনিয়মের নানা অভিযোগ, ভোট বর্জন এবং বিক্ষিপ্ত গোলযোগের মধ্য দিয়ে তিন সিটিতে ভোট হয় বলে উল্লেখ করা হয়।

‘রাজশাহীতে অনিয়মের অভিযোগ’ সাব-শিরোনামে বিবিসি জানায়, ‘রাজশাহীতে ভোট দিতে না পেরে একটি কেন্দ্রের সামনে অনেক ভোটার বিক্ষোভ করেছেন। আরেকটি কেন্দ্রে দুপুরেই মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ঐ কেন্দ্রের সামনে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। ভোট কেন্দ্রে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টকে থাকতে না দেয়া এবং জোর করে ব্যালট নিয়ে সিল মারাসহ নানান অনিয়মের অভিযোগ এসেছে।’ স্থানীয় এক সাংবাদিকের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, ‘সকাল থেকেই নারী এবং পুরুষ ভোটারদের ভিড় তিনি দেখেছেন। কিন্তু কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থকদেরই নিয়ন্ত্রণ তার চোখে পড়েছে।’

‘যুগান্তর’-এর প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্র:

৩১ জুলাই ২০১৮, ‘সিলেটে ধানের শীষ এগিয়ে, রাজশাহী বরিশালে নৌকা’ শিরোনামে ‘যুগান্তর’ তিনি সিটিতে জাল ভোট, দখল, সহিংসতা, ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে এবং পত্রিকাটি বরিশাল সিটির ১টি কেন্দ্র বন্ধ ও ১৫টির ফল স্থগিত, সিলেটের দুটি কেন্দ্র বন্ধের তথ্য তুলে ধরে।

পরদিন (০১ আগস্ট ২০১৮) ‘রাজশাহী ও সিলেটে ‘অস্বাভাবিক ভোট’ শিরোনামে ‘যুগান্তর’ জানায়, ‘রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়ম, কেন্দ্র দখল ও কারচুপির অভিযোগের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে অস্বাভাবিক ভোট পড়ার হারও। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১৩৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে ৯০ শতাংশ বা এর বেশি এবং ৫৮টিতে ৮০ শতাংশ বা এর বেশি ভোট পড়েছে। এছাড়া সিলেট সিটির কোথাও ১৯ শতাংশ আবার কোথাও ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ ভোট পড়ার হারকে অস্বাভাবিক মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, রাজশাহীতে একই ভোট কেন্দ্রে মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর পদেও ভোট পড়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পাওয়া গেছে।’

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণ

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটাররা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন তা তুলে ধরা। নিশ্চয়ই ভোটাররা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র-সহ নব-নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২৩.৩৩%	৭ ২৩.৩৩%	৬ ২০%	৬ ২০%	৪ ১৩.৩৩%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬৫ ৪০.৬২%	১৯ ১১.৮৭%	৩৪ ২১.২৫%	২৭ ১৬.৮৭%	১৩ ৮.১২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৪ ৪০%	০ ০%	৩ ৩০%	০ ০%	৩ ৩০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৫ ৪৮.০৭%	৬ ১১.৫৩%	১০ ১৯.২৩%	৩ ৫.৭৬%	৭ ১৩.৪৬%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	১১ ২৬.৮২%	৭ ১৭.০৭%	৯ ২১.৯৫%	৭ ১৭.০৭%	৭ ১৭.০৭%	০ ০%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৯০ ৪১.৪৭%	২৫ ১১.৫২%	৪৪ ২০.২৭%	৩৩ ১৫.২০%	২২ ১০.১৩%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%

- রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ অনার্স; এলএলবি।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (২৩.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৭ জনের (২৩.৩৩%) এসএসসি এবং ৬ জনের (২০%) জনের এইচএসসি, ৬ জনের (২০%) স্নাতক এবং ৪ জনের (১৩.৩৩%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৩ জনের (৩০%) এইচএসসি এবং ৩ জনের (৩০%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনের (৪৩.৯০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১৪ জন (৩৪.১৪%)। ৪১ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন (২৬.৮২%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৫.৩৪% (২১৭ জনের মধ্যে ৫৫ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৪.১৪% (৪১ জনের মধ্যে ১৪ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৪২.৮৫% (২১৭ জনের মধ্যে ৯৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৬.৮২% (৪১ জনের মধ্যে ১১ জন)।
- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	২ ৬.৬৬%	২১ ৭০%	২ ৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	২ ৬.৬৬%	২ ৬.৬৬%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ১৩.১২%	৯৩ ৫৮.১২%	১৯ ১১.৮৭%	১ ০.৬২%	১ ০.৬২%	১০ ৬.২৫%	১৫ ৯.৩৭%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	২ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৫০%	০ ০%	৩ ৩০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	৯ ১৭.৩০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৩২ ৬১.৫৩%	৩ ৫.৭৬%	৬ ১১.৫৩%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	২ ৪.৮৭%	২৩ ৫৬.০৯%	২ ৪.৮৭%	২ ৪.৮৭%	৫ ১২.১৯%	২ ৪.৮৭%	৫ ১২.১৯%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	২১ ৯.৬৭%	১০৫ ৪৮.৩৮%	২১ ৯.৬৭%	৩ ১.৩৮%	৩৩ ১৫.২০%	১৩ ৫.৯৯%	২১ ৯.৬৭%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন আইনজীবী।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২১ জনই (৭০%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৫০%) গৃহিণী এবং ২ জন (২০%) ব্যবসায়ী। ৩ জন (৩০%) পেশার ঘর ফাঁকা রেখেছেন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনই (৫৬.০৯%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৪৮.৩৮% (২১৭ জনের মধ্যে ১০৫ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৬.০৯% (৪১ জনের মধ্যে ২৩ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৪ ৪৬.৬৬%	১৫ ৫০%	৫ ১৬.৬৬%	৩ ১০%	৮ ২৬.৬৬%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬২ ৩৮.৭৫%	৪০ ২৫%	২৪ ১৫%	৮ ৫%	২০ ১২.৫%	৩ ১.৮৭%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ২০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৭.৬৯%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৫২ ১০০%

মোট বিজয়ী	১৬ ৩৯.০২%	১৭ ৪১.৪৬%	৫ ১২.১৯%	৩ ৭.৩১%	৯ ২১.৯৫%	০ ০%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৬৮ ৩১.৩৩%	৪৬ ২১.১৯%	২৫ ১১.৫২%	৮ ৩.৬৮%	২৪ ১১.০৫%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে দুটি মামলা থাকলেও রাষ্ট্র কর্তৃক তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের (৪৬.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১৫ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে। ৮ জনের (২৬.৬৬%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ৫ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (১০%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে। উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জনের (৩৯.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৭ জনের (৪১.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৯ জনের (২১.৯৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ৫ জনের (১২.১৯%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (৭.৩১%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৩১.৩৩% (২১৭ জনের মধ্যে ৬৮জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৯.০২% (৪১ জনের মধ্যে ১৬ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২১.১৯% (২১৭ জনের মধ্যে ৪৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৪১.৪৬% (৪১ জনের মধ্যে ১৭ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১১.০৫% (২১৭ জনের মধ্যে ২৪ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২১.৯৫% (৪১ জনের মধ্যে ৯ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১১.৫২% (২১৭ জনের মধ্যে ২৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১২.১৯% (৪১ জনের মধ্যে ৫ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩.৬৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৮ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.৩১% (৪১ জনের মধ্যে ৩ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ১.৩৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৩ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তবে তাদের কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১৩.৩৩%	১১ ৩৬.৬৬%	১১ ৩৬.৬৬%	৩ ১০%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৩২.৫০%	৬৯ ৪৩.১২%	২৯ ১৮.১২%	৩ ১.৮৭%	১ ০.৬২%	০ ০%	৬ ৩.৭৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৪ ৪০%	৪ ৪০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ৪০.৩৮%	১৮ ৩৪.৬১%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১৯.২৩%	৫২ ১০০%

মোট বিজয়ী	৮ ১৯.৫১%	১৫ ৩৬.৫৮%	১২ ২৯.২৬%	৩ ৭.৩১%	১ ২.৪৩%	০ ০%	২ ৪.৮৭%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৭৩ ৩৩.৬৪%	৮৯ ৪১.০১%	৩৩ ১৫.২০%	৪ ১.৮৪%	২ ০.৯২%	০ ০%	১৬ ৭.৩৭%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বার্ষিক আয় ৭৮,৩২,২০৮ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জন (৫০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৫৩.৩৩% (১৬ জন)। বছরে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (১০%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জন (৮০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ১ জনকে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৯০% জন (৯ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনের (৫৬.০৯%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জন (৬০.৯৭%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (২.৪৩%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৭৪.৬৫% (২১৭ জনের মধ্যে ১৬১ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬০.৯৭% (২৫ জন)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ২ জন (০.৯২%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৪৩%)।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কিছুটা বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১০ ৩৩.৩৩%	১৪ ৪৬.৬৬%	৫ ১৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৯৪ ৫৮.৭৫%	৪০ ২৫%	৯ ৫.৬২%	৪ ২.৫০%	৩ ১.৮৭%	০ ০%	১০ ৬.২৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৮ ৮০%	২ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৬ ৬৯.২৩%	১১ ২১.১৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	১৮ ৪৩.৯০%	১৬ ৩৯.০২%	৫ ১২.১৯%	১ ২.৪৩%	১ ২.৪৩%	০ ০%	০ ০%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	১৩১ ৬০.৩৬%	৫৩ ২৪.৪২%	৯ ৪.১৪%	৫ ২.৩০%	৪ ১.৮৪%	০ ০%	১৫ ৬.৯১%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৩৩.৩৩% ভাগের (১০ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। ৫০ লক্ষ টাকার টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ১ জনের (৩.৩৩%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (৮০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ২ জনের (২০%)।

- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনের (৪৩.৯০%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ২ জনের (৪.৮৭%)।
- ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৬০.৩৬% (২১৭ জনের মধ্যে ১৩১ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৩.৯০% (৪১ জনের মধ্যে ১৮ জন)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৯ জন (৪.১৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন (৪.৮৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি সামান্য বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট বিজয়ী	মোট ঋণগ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	০ ০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ৩.৩৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩০ ১০০%**	**১ ৩.৩৩%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ২.৫০%	৭ ৪.৩৭%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১ ০.৬২%	০ ০%	১৬০ ১০০%	১৫ ৯.৩৭%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**	**০ ০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২ ৩.৮৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	২ ৩.৮৪%
মোট বিজয়ী	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ২.৪৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৪১ ১০০%**	**১ ২.৪৩%**
মোট প্রার্থী	৬ ২.৭৬%	৭ ৩.২২%	১ ০.৪৬%	২ ০.৯২%	১ ০.৪৬%	০ ০%	২১৭ ১০০%	১৭ ৭.৮৩%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের কোনো ঋণ নেই।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১ জন (৩.৩৩%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই ঋণগ্রহীতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ১ জন (২.৪৩%) ঋণগ্রহীতা।
- নির্বাচনে মোট ৭.৮৩% (১৯৫ জনের মধ্যে ১৭ জন) ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২.৪৩% (৪১ জনের মধ্যে ১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	৬ ২০%	৩ ১০%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%	২০ ৫৯.৬১%
কাউন্সিলর প্রার্থী	২৭ ১৬.৮৭%	৪ ২.৫০%	৯ ৫.৬২%	৬ ৩.৭৫%	৪ ২.৫০%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%	৫৩ ৩৩.১২%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩ ৫.৭৬%	১ ১.৯২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	৪ ৭.৬৯%
মোট বিজয়ী	৭ ১৭.০৭%	২ ৪.৮৭%	৬ ১৪.৬৩%	৩ ৭.৩১%	০ ০%	২ ৪.৮৭%	১ ২.৪৩%	৪১ ১০০%	২১ ৫১.২১%
মোট প্রার্থী	৩০ ১৩.৮২%	৫ ২.৩০%	৯ ৪.১৪%	৬ ২.৭৬%	৫ ২.৩০%	২ ০.৯২%	২ ০.৯২%	২১৭ ১০০%	৫৯ ২৭.১৮%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সর্বশেষ অর্থবছরে কর প্রদান করেছেন ৮,৫৮,৪৬২ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২০ জন (৫৯.৬১%) করদাতা। করদাতা ২০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (১০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১০নং ওয়ার্ডের মো. আব্বাস আলী সরদার (প্রদত্ত করঃ ৫,৮৪,৯৭৯ টাকা) এবং ১৯ নং ওয়ার্ডের মো. তৌহিদুল হক (প্রদত্ত করঃ ১১,২১,৮৮৬ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই করদাতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২১ জন (৫১.২১%) করদাতা। এই ২১ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ৭ জন (৩৩.৩৩%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৩ জন (১৪.২৮%)।
- নির্বাচনে ২৭.১৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৫৯ জন) কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫১.২১% (৪১ জনের মধ্যে ২১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে 'সুজন' মনে করে। একইসঙ্গে 'সুজন' মনে করে, পুরো আয়কর বিবরণীর পরিবর্তে শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দেওয়া আইনের লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র/নির্বাচন বাতিলযোগ্য।

নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। ১৩৮টি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীক নিয়ে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন পেয়েছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৭০০ ভোট।

নির্বাচনে ৩ লাখ ১৮ হাজার ১৩৮ জনের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার ৮৮১ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৭৮.৮৬%।

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল				
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের হিসাব	
			প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা
১.	এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৬৫,০৯৬	৫১.৮৯
২.	মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭৭,৭০০	২৪.৪২
৩.	মো. মুরাদ মোর্শেদ	স্বতন্ত্র	১,০৫১	০.৩৩
৪.	মো. শফিকুল ইসলাম	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৩,০২৩	০.৯৫
৫.	মো. হাবিবুর রহমান	স্বতন্ত্র	৩২০	০.১০
মোট ভোটার			৩,১৮,১৩৮	
মোট প্রদত্ত ভোট			২,৫০,৮৮১	
বৈধ ভোট			২,৪৭,১৯০	
বাতিল ভোট			৩,৬৯১	
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার			৭৮.৮৬	

কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল

গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, ৩০টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে ২১টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৮টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এবং ১টিতে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হন। সংরক্ষিত নারী আসনে ১০ জন বিজয়ী কাউন্সিল পদের মধ্যে ৩টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৩টিতে বাংলাশে জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি, ১টিতে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি, ১টিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ২টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন।

উল্লেখ্য, মেয়র পদে দলভিত্তিক নির্বাচন হলেও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হয় নির্দলীয়। তবে সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট কেউ একজনকে কাউন্সিলর পদে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে।

সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল					
ওয়ার্ড নং	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
	নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	রজব আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৫৬৯	মনসুর রহমান	৩,১৯৫
২.	নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৮৮১	নোয়ামুল ইসলাম	৩,৩০৮
৩.	কামাল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৪৩৩	হাবিবুর রহমান	২,৭০৪
৪.	রুহুল আমিন টুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৮৯৬	সাজ্জাদ হোসেন	২,৭২৪
৫.	কামরুজ্জামান কামরু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৩৪২	মাহাতাবুল ইসলাম	১,৮২১
৬.	নুরুজ্জামান টুকু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৩৪৩	বদিউজ্জামান	১,৬০৩
৭.	মতিউর রহমান মতি	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৭১৬	জহিরুল ইসলাম	১,৬২৬
৮.	এসএম মাহাবুবুল হক পাভেল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৪৩৬	জানে আলম খান জনি	১৪৩৩
৯.	রেজাউন নবী দুদু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩,২১৯	এ কে এম রাশেদুল হাসান	২,৯৯১
১০.	আব্বাস আলী সরদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,৭৭৩	আমিনুল ইসলাম	১,২৭০
১১.	রবিউল ইসলাম তজ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,০৩৩	আবু বাক্কার কিনু	২,২২৬
১২.	সরিফুল ইসলাম বাবু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৩৭৭	ইকবাল হোসেন দিলদার	১,৭৯৪
১৩.	আব্দুল মোমিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৭৪৬	রবিউল আলম মিলু	১,০৩৯
১৪.	আনোয়ার হোসেন আনার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,০২৭	মো. টুটুল	২,৮১৩
১৫.	আব্দুস সোবহান লিটন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩,৮৩৪	রেজা উন-নবী আল মামুন	২,১৬৩
১৬.	বেলাল আহম্মেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪,৬৯৫	সৈয়দ মন্তাজ আহমেদ	৩,৬৫০
১৭.	শাহাদৎ আলী শাহু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭,০৭০	মনজুর হোসেন	২,৮৯৭
১৮.	শহিদুল ইসলাম পচা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২,২৫৮	ফাইজুল হক ফাহি	১,৭৫৬
১৯.	তৌহিদুল ইসলাম সুমন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮,৯০৮	নূরুজ্জামান টিটো	৬,৮৮০
২০.	রবিউল ইসলাম সরকার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৯৫	ইউসুফ হোসেন	১,০৭৬
২১.	নিযাম উল আজীম নিযাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৬০২	আসাদুজ্জামান রেবু	১,৩৬২
২২.	আব্দুল হামিদ সরকার টেকন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৯২৭	মির্জা পারভেজ রিপন	১৩০
২৩.	মাহাতাব হোসেন চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,২৫৬	মইফুল ইসলাম	১,৮৮১
২৪.	আরমান আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৬৮৭	জাহাঙ্গীর আলম	২,৭০০
২৫.	তরিকুল আলম পল্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,১৯৭	নুরুন্নাহার বেগম	২,৫৬১
২৬.	আক্তারুজ্জামান কোয়েল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২,৯০৫	রবিউল ইসলাম	১,৮৯৭
২৭.	আনোয়ারুল আমিন আজব	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩,০৮৮	নূরুল হুদা সরকার	২,৫৪৭
২৮.	আশরাফুল হাসান বাচ্চু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২,০৯৬	মইনুল হক মনা	২,০৭৮
২৯.	মাসুদ রানা শাহিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,০২০	জাহের হোসেন	১,৬৬৯
৩০.	শহিদুল ইসলাম পিন্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,৬৮৬	আলাউদ্দিন	৩,২১৮

সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল				
ওয়ার্ড নং	বিজয়ী প্রার্থী		নিকটতম প্রার্থী	
	নাম	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	তাহেরা খাতুন	১২,৫৪১	সেলিনা কুদ্দুস	৪,৩৮৩
২.	আয়েশা খাতুন	৫,৯৬৬	আসমা-উল-হুসনা	৫,০২০
৩.	মুসলিমা বেগম বেলী	৭,৪৪৯	নাফহাতুল জান্নাত	৪,৪৬১
৪.	শিরিন আরা খাতুন	৬,২২৫	আলফাতুন্নেছা	৫,৯৬০
৫.	সামসুন নাহার	৫,৩৭৫	সাইদা পারভীন	তথ্য পাওয়া যায়নি
৬.	মাজেদা বেগম	১০,৪৮৩	মহসিনা বিল্লাহ	৫,২৬১
৭.	উম্মে সালমা	৯,৪০০	নাজমা খাতুন	৮,৫৮০
৮.	নাদিরা বেগম	১২,৫০৬	নাজিরা বেগম	১,৯৯৩
৯.	লাইলী বেগম	১০,০৩১	ফেরদৌসি	১০,০৮৯
১০.	সুলতানা রাজিয়া	১০,৪৮১	তথ্য পাওয়া যায়নি	

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮-তে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯৬ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল-এর চেয়ে ৮৭ হাজার ৩৯৬ ভোট বেশি পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

বিগত নির্বাচনে (২০১৩) বিএনপি সমর্থিত মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল পেয়েছিলেন ১ লাখ ৩১ হাজার ৫৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ সমর্থিত এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন পান ৮৩ হাজার ৭২৬ ভোট। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ছিল ৪৭ হাজার ৩৩২ ভোট।

২০১৩ এবং ২০১৮ সালের উভয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ মনোনীত এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বিগত নির্বাচনের (২০১৩) সালের তুলনায় এবার ৮৩ হাজার ৭২৬ ভোট বেশি পেয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি মনোনীত মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ২০১৩ সালের তুলনায় এবার ৫৩ হাজার ৩৫৮ ভোট কম পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে এবারের নির্বাচনে অন্য কোনো দল থেকে কেউই উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ভোট পাননি।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোটাররা শুধুমাত্র দল বা প্রতীক বিবেচনায় নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, এর পাশাপাশি প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা-সংকটও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

রাজশাহী-সহ তিন সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা। নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিইসি বলেন, 'সব মিলিয়ে নির্বাচন ভালো হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট। কিছু অনিয়ম ছাড়া বরিশাল, রাজশাহী, রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানে তো আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এছাড়া যে সব কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ এসেছে, তা তদন্ত হবে।'

সিইসি বলেন, 'রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ১৩৪টি কেন্দ্রের মধ্যে দুটি কেন্দ্র ব্যতীত বাকি কেন্দ্রগুলোতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী-সহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বলে দাবি করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'তিন সিটিতে বিএনপি নির্বাচনের জন্য অংশ নেয়নি। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বহির্বিশ্বে সরকারের ইমেজ নষ্ট করা। বিএনপি তিন সিটি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার নামে অভিনয় করেছে। তারা আগেই ঠিক করে রেখেছে, সকালে কী বলবে, বিকেলে কী বলবে। বিএনপি অনিয়মের যে অভিযোগগুলো করছে, সেগুলো তারা আগে থেকেই লিখে রেখেছিল।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, কেউ যদি প্রতিযোগিতা ভেস্তে দিতে মাঠে নামে, তাহলে কি কিছু করার থাকে? কেউ যদি স্রেফ অভিযোগের পসরা সাজিয়ে মিথ্যাচার শুরু করে, পরাজয়ের জন্য নিজের ক্ষেত্র তৈরি করতে মরিয়া থাকে এবং নির্বাচনকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, তাহলে কী করার আছে?'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বিকেল চারটায় ভোট শেষ হওয়ায় পাঁচ মিনিট আগে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'গাজীপুর ও খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অল্প কিছু লোক ভোট দিতে পারলেও এই তিন সিটি নির্বাচনে সেটিও সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের আগে আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম, একটি অবৈধ সরকার ও তার আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন থাকলে নির্বাচন, ভোট ও মানুষের ভোটাধিকার যে নির্বাসনেই থাকবে, নির্বাসন থেকে যে প্রত্যাবর্তন করবে না, সেটা অক্ষরে অক্ষরে আপনারা দেখেছেন।'

দিনভর সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার কোনো সংবাদ পাননি জানিয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে আওয়ামী লীগ ভোটের লেবাসে নির্বাচনের লেবাসে কীভাবে তাদের নাৎসিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছে; জনগণ তা আজ দেখেছে।

রিজভী বলেন, 'অন্যান্য সময় পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় সরকারি দলের ক্যাডাররা তাণ্ডব করত। আর এবার পুলিশ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে। ওদেরকে আর সেই দায়িত্বে রাখেনি। নিজেরাই দেখাচ্ছে যে কতখানি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে পারি। তার নজির আমরাই সৃষ্টি করছি। ...আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে পুলিশ। তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনেই একচেটিয়া পুলিশ কর্তৃক নৌকা মার্কায় সিল মারার ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান হয়েছে।' এ সময় তিন সিটির বিভিন্ন কেন্দ্রে বিএনপির কর্মীদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ও এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভী।

পর্যবেক্ষক সংস্থার মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া/মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি। তবে ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (ফেমা) প্রধান মুনিরা খান বাংলা ট্রিবিউনককে বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে আমরা যে ত্রুটিবিহীন ও সুন্দর নির্বাচন প্রত্যাশা করেছিলাম, এই তিন সিটি নির্বাচনে (রাজশাহী, রাজশাহী ও বরিশাল) সেটা আমরা দেখতে পাইনি। এককথায় বলতে পারেন, আমাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে বেশ গ্যাপ রয়ে গেছে।'

‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর মূল্যায়ন

২০০২ সালে ‘সিটিজেন্‌স ফর ফেয়ার ইলেকশন্‌স’ নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের ‘সুজন’-এর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে, অর্থাৎ পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ‘সুজন’ ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলা। পাশাপাশি পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করে থাকে ‘সুজন’। তবে, নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় ওই দিনের খবরাখবরের জন্য সাংগঠনিক উৎসের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে হয় ‘সুজন’কে।

সারাদেশের সচেতন মানুষদের মত রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনের দিকে নজর রেখেছিল ‘সুজন’। সঙ্গত কারণেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনের দিকেও দৃষ্টি ছিল ‘সুজন’-এর। নিম্নে গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ‘সুজন-এর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী রাজশাহী সিটি নির্বাচন সম্পর্কে সুজন-এর মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো:

নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিন থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত মাঠ ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল আওয়ামী লীগের দাপুটে প্রচারণার কাছে কখনই রাজশাহীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। নিবাচনী তফসিল ঘোষণার আগে এবং পরে যে কোনো আগন্তুকের কাছে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না রাজশাহী মহানগরের নির্বাচনে একজনই প্রার্থী এবং তাঁর প্রতীক নৌকা। এ নির্বাচনের আরও অনাকাঙ্ক্ষিত দিকটি ছিল শুরু থেকেই বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। নির্বাচন পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি মামলা হয়েছিল বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হয়েছিল দেড় শতাধিক। রাজশাহীতে গ্রেপ্তার হলেও অনেককে রাজশাহী জেলার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তার আতঙ্কে অনেক নেতা-কর্মী এলাকা ছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ হয়েছে বিস্তর। অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বিএনপি প্রার্থীর চেয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীই ছিলেন এগিয়ে। খুলনার নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকসহ তিনজন সংসদ সদস্য আচরণবিধি ভঙ্গ করে এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের পক্ষে প্রচারণায় নামার অভিযোগ উঠেছিল। বিএনপির একটি পথসভায় ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ককটেল হামলা বিএনপি নিজেরা করেছিল বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

নির্বাচনের দিনে দৃশ্যমান কোনো অঘটন না ঘটলেও বিএনপির পোলিং এজেন্ট বের করে দেয়া, দুপুরের মধ্যেই কোনো কোনো কেন্দ্রের মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে সিল দেয়া, পূর্বেই ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে বক্সে ভরিয়ে রাখা ইত্যাদি অভিযোগ ওঠে। উল্লেখ্য, একটি কেন্দ্রে মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নেন।

রাজশাহীতে ভোট পড়েছে ৭৮.৮৬%; যা সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, ১২টি কেন্দ্রে ৯০% শতাংশের এবং ৫৮টি কেন্দ্রে ৮০% শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। ভোট পড়ার এই হারকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজশাহীর নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর প্রাধান্য ছিল সব কেন্দ্রেই। এই প্রধান্য বহুলাংশে সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনেরই প্রতিফলন। তবে অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা যে, প্রার্থীর গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এমনিতেই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই জিতে আসতেন। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত সুনাম এবং আগের মেয়াদে উন্নয়নের রেকর্ড তাঁর বিজয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাই ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বাড়াবড়ি অহেতুকভাবে তাঁর বিজয়কেই বিতর্কিত করেছে।

সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ‘খুলনা মডেল’ তথা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনেরই পুনরাবৃত্তি বহুলাংশে ঘটেছে। খুলনা মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল: আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীনদের প্রধান প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা; বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা; নির্বাচনের দিনে জোর-জবরদস্তি করা ও নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার থাকা। একইসাথে উন্নয়নের নামে ভোটারদের ‘জিম্মি’ করাও ছিল একটি নির্বাচন কৌশল।

তবে, পুলিশকে ব্যবহার করে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মাঠছাড়া করার বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচনার মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন। ফলে তফসিল ঘোষণার পর পরই আদালতের রায়ের সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশন তিনটি সিটিতেই নির্বাচনের পূর্বে মামলা বা

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার না করার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়, যা কাজ করেনি। কেননা, নির্দেশনা প্রদানের পর বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন মামলা হতে দেখা যায় রাজশাহী সিটিতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন মামলার অজ্ঞাতনামা আসামীর দেখিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, রাজশাহী-সহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন কেমন হলো, সে সম্পর্কে মতামত জানার জন্য নির্বাচনের দিন দুপুরের পর (৩০ জুলাই ২০১৮) 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে প্রশ্ন করা হয় যে, 'রাজশাহী, বরিশাল ও রাজশাহী সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কি?' ১,১০৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯.৫২% (১০৫ জন) বলেছেন– হ্যাঁ এবং ৯০.৪৮% (৯৯৮ জন) বলেছেন– না। যদিও এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত জরিপ ছিল না; তবুও নির্বাচন যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, তার দৃষ্টান্ত এ থেকে পাওয়া যায়।

নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহের উদ্দেশ্য ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে ১৪ জুলাই ২০১৮ রাজশাহীতে সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া রাজশাহীতে ১৫টি ওয়ার্ডে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৮ ও ২৩) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়েও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় 'সুজন'। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করেছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করেছেন, ভোটারাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ করেছেন।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয় এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। একইভাবে যে সকল ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়।
- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র অতীতের মত সুজন-এর ওয়েবসাইটে (www.shujan.org; www.votebd.org) সন্নিবেশিত করা হয়।
- **সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৩ জুন ২০১৮ তারিখে রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান, সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত আহ্বান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ২৫ জুলাই রাজধানী ঢাকায় আরেকটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে রাজশাহী-সহ তিন সিটি করপোরেশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে 'রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশন কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
- **মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে, নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে রাজশাহী মহানগরে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন থেকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে তাঁদের দায়-দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়।
- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে রাজশাহী সিটিতেই প্রচারণা চালানো হয়।
- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে রাজশাহী সিটি করপোরেশনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচারণা চালানো হয়। একটি সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে পুরো সিটি করপোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার কাজটি করে। উল্লেখ্য, রাজশাহীতে ১০ দিন গম্ভীরা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** তফসিল ঘোষণার পর থেকে 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। পেইজটিতে মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারও আপলোড করা হয়। এছাড়াও রাজশাহী মহানগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের তথ্যাদি, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি আপলোড করা হয়। রাজশাহী-সহ তিন সিটি নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এই ক্যাম্পেইনে সর্বমোট ৫ লাখ ৫ হাজার ৬০৭ জন ভিউয়ার্স সম্পৃক্ত হন।

শেষকথা

নির্বাচনের পূর্বে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এই তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনই সর্বশেষ বড় নির্বাচন। তাই, এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা যাবে; আর এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তবে নেতিবাচক বার্তা যাবে এবং জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে কি-না, তা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেবে। কিন্তু ৩০ জুলাই রাজশাহী-সহ তিন সিটিতে যেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে 'সুজন'-এর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি সচেতন নাগরিকদের। ফলে আস্থাহীনতা বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি।

'সুজন' মনে করে, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনগুলো যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে (সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি) নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য করণীয়সমূহ সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে; যাতে সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকারকারী সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে সকলে একটি জাতীয় সনদ বা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। উক্ত জাতীয় সনদে নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচনের পর কখন কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, কার কী ভূমিকা হবে, সরকার গঠন করলে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে, বিরোধী দলে থাকলে সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য কী ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, সনদের শর্ত ভঙ্গ করলে কী হবে তা উল্লেখ থাকবে। এগুলোর পাশাপাশি আইনি ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন সংক্রান্ত সব কিছুকেই নির্বাচন কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণসাপেক্ষে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করা সম্ভব বলে 'সুজন' মনে করে। 'সুজন' আশা করে যে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নিশ্চয়ই আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো।

আলোকচিত্রে রাজশাহী সিটি করপোরেশন-২০১৮ উপলক্ষে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রম

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন (২৩ জুন ২০১৮, রাজশাহী)

'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (২৫ জুলাই ২০১৮, ঢাকা)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (১৪ জুলাই ২০১৮, রাজশাহী)

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা (২৮ জুলাই ২০১৮, রাজশাহী)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (০৬নং ওয়ার্ড, রাজশাহী)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (০৭নং ওয়ার্ড, রাজশাহী)

‘রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ঢাকা)

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার লক্ষ্যে রাজশাহী মহানগরীতে সাংস্কৃতিক প্রচারণা

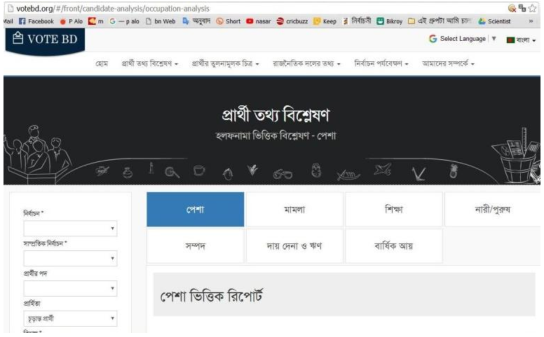

সুজন পরিচালিত ভোট বিডি ওয়েবসাইটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সন্নিবেশন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রচারণা

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. বাংলাপিডিয়া
৪. www.erajshahi.gov.bd
৫. নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল (১৯২০-২০১৬), প্রান্ত প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৬. www.votebd.org
৭. বিবিসি বাংলা, ৩০ জুলাই ২০১৮
৮. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২৯ জুলাই ২০১৮
৯. এনটিভি, ১০ জুলাই ২০১৮
১০. এনটিভি, ২২ জুলাই ২০১৮
১১. সমকাল, ২৫ জুলাই ২০১৮
১২. সমকাল, ২২ জুলাই ২০১৮
১৩. প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১৮
১৪. প্রথম আলো, ৩১ জুলাই ২০১৮
১৫. জাগো নিউজ ডটকম, ৩১ জুলাই ২০১৮
১৬. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ৩১ জুলাই ২০১৮

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

মেয়র প্রার্থীর অঙ্গীকার

মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি-

১. **আমি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করবো। নির্বাচনে টাকার প্রভাব খাটানো ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কিনবো না। নির্বাচনী আচরণবিধি-সহ সকল প্রকার বিধি-বিধান মেনে চলবো।**

২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরকে নিয়ে আমি যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করবো।**

৩. **নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেব এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবো।**

৪. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের সম্পদ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবো।** উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি ও বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সরকারি বরাকণ ও অনুদানের ওপর নির্ভর না করে সিটি করপোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবো এবং কর আদায়ের উপর জোর দেব।

৫. **নির্বাচিত হলে আমি খাদ্য, বস্ত্র ,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সামাজিক পুঁজি গঠন তথা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো।** পাশাপাশি সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমাদের সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধিতার সংস্কৃতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানসহ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হবো।

৬. **নির্বাচিত হলে আমি স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করবো।** সিটি করপোরেশনকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। পাশাপাশি বছরভিত্তিকভাবে জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। ৬ মাস পর পর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নতুন কর্মপদ্ধতি হাতে নেব। স্থানীয় ও জাতীয় কার্যক্রম এবং সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট থাকবো।

৭. **নির্বাচিত হলে আমি জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বাজেট প্রণয়ন করবো এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করে বাজেট ঘোষণা করবো।** প্রতি অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত বাজেট ঘোষণা করবো।

৮. **নির্বাচিত হলে আমি সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবো।** দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করবো। জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবো। বছরে কমপক্ষে একবার কাজের জবাবদিহিতার জন্য জনগণের মুখোমুখি হবো।

৯. **নির্বাচিত হলে আমি নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিটি করপোরেশনের সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবো।** ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, খুন, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ-সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

১০. **নির্বাচিত হলে আমি মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবো এবং তাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো।**

১১. **নির্বাচিত হলে আমি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আত্মনির্ভরশীলতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবো এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।** সরকারি-বেসরকারি সুযোগ কাজে লাগাতে তাদের সহযোগিতা করবো।

১২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ মহানগরের সৌন্দর্য বর্ধনে সচেষ্ট থাকবো।** দখলকৃত ভূমিসহ সকল ধরনের জলাশয় দখলমুক্ত করবো। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং যে কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

১৩. **নির্বাচিত হলে আমি প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করবো।**

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমার এ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতাই হবে আমার অনুপ্রেরণা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

নাম: **স্বাক্ষর:** **তারিখ:**

ঠিকানা:

রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

ভোটারদের শপথ

আমি এই মর্মে শপথ করছি যে,
ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে
সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত
প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব।

অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে
অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে
ভোটাধিকার প্রয়োগ করব না।

দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী,
নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী,
ঋণ খেলাপী, বিল খেলাপী,
ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালো টাকার মালিক
অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে
ভোট দেব না, দেব না, দেব না।